

বিজ্ঞপ্তি

১। সম্মানিত সকল সরবরাহকারীগণ ইদানিং পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, কতিপয় সরবরাহকারী/প্রিন্সিপাল OEM/OEM মনোনিত পরিবেশক এর জাল অথরাইজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করছেন যা সম্পূর্ণ বেআইনী এবং নিয়ম বহির্ভূত। জাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হলে নিম্নলিখিত অনিয়মের সুযোগ বৃদ্ধি পাবেঃ

ক। ব্র্যান্ডের কোন কোম্পানির সার্টিফিকেট জাল করার অর্থ হলো সরবরাহকারী উক্ত ব্র্যান্ডের মালামাল সরবরাহ না করে বাজারের সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত কপি/জাল মালামালসমূহ নৌবাহিনীতে সরবরাহের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে। ফলে নিম্নমানের মালামাল সরবরাহের মাধ্যমে সরবরাহকারীর অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং নৌবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

খ। গুটিকয়েক সরবরাহকারীগণ এ ধরনের সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে নৌ উপ ভান্ডারের ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে। ফলে সঠিক মানসম্পন্ন সরবরাহকারীগণ সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নৌবাহিনীর কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে অনাগ্রহী হবে এবং নৌবাহিনী ক্রয় প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতাসহ অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশাসনিক জটিলতা তৈরী হবে।

গ। জাল সার্টিফিকেট প্রস্তুত করতঃ বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মূল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/এজেন্ট/প্রিন্সিপাল নিকট নিজের এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে হয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। এর ফলে, মূল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/এজেন্ট/প্রিন্সিপাল হতে অরিজিনাল ব্র্যান্ড এর মালামাল সরবরাহ পাওয়া যাবেনা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নৌবাহিনীর সাথে কর্মকাণ্ডে অনাগ্রহতা সৃষ্টি হবে। ধারণা করা যায় নৌ উপ ভান্ডারের সাপ্লাই চেইনে মান সম্পন্ন মালামাল পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে।

২। এখন হতে কোন প্রতিষ্ঠান যদি জাল সার্টিফিকেট প্রদান করে তাহলে তার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারেঃ

ক। উক্ত প্রতিষ্ঠানের জামানত বাজেয়াপ্তসহ কালো তালিকাভুক্তকরণ এবং বর্তমান তালিকাভুক্তি বাতিল করা হতে পারে।

খ। প্রতারণার ফলস্বরূপ উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকের নিয়ন্ত্রাণাধীন অন্যান্য তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের টেন্ডারে অংশগ্রহণে অবরোধ আরোপ করা হতে পারে।

৩। সম্মানিত সকল সরবরাহকারীগণের এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগীতা একান্ত কাম্য।



মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
কমান্ডার বিএন
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
নৌ উপ ভান্ডার ঢাকা